SME NEWS
এসএমই নিউজ
এসএমই ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার
এসএমই ফাউন্ডেশন
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
বর্ষ ১০ । সংখ্যা ৩২ | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০

এসএমই উদ্যোক্তাদের কোভিড-১৯ জনিত ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে দেশী পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি, বিশেষ অতিথি বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এমপি সহ অতিথিবৃন্দের একাংশ

করোনায় এসএমই উদ্যোক্তাদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে দেশী পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রেতাদের উদ্বুদ্ধ করতে 'স্যোশাল ক্যাম্পেইন' কার্যক্রম শুরু করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। এ উপলক্ষে ১০ ডিসেম্বর ২০২০ এসএমই উদ্যোক্তাদের তৈরিকৃত দেশীয় পণ্য ব্যবহারে ক্রেতাদের উদ্বুদ্ধকরণের উদ্যেশ্যে অনলাইনে 'সোশ্যাল ক্যাম্পেইন' কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এমপি।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, 'দেশের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অবদান ২৫%। ২০২৪ সালের মধ্যে জিডিপিতে এসএমই খাতের ৩২% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি, পণ্যের মানোন্নয়ন এবং পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। তার অংশ হিসেবে দেশীয় পণ্য ব্যবহারে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এসএমই ফাউন্ডেশনের এই সোশ্যাল ক্যাম্পেইন কার্যক্রম। এছাড়া শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এসএমইদের নিকট থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য বা সেবা ক্রয়ের বিধান পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইনে অন্তর্ভুক্তিকরণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে এসএমই উদ্যোক্তারা লাভবান হবেন এবং করোনা পরিস্থিতিতে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে'। তিনি আরো বলেন, চলমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় কোলেটারেলের বাধ্যবাধকতা ও অন্যান্য শর্তসমূহ শিথিল করে সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বিবেচনায় প্রণোদনার অর্থ মঞ্জুরের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে করোনাকালীন পণ্য বিপণন সুবিধা সম্প্রসারণে এসএমই উদ্যোক্তা এবং ক্রেতাদের মধ্যে লিঙ্কেজ শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য এসব উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদেরকে সহযোগিতা করা এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই রয়েছে প্রায় ১৭ কোটি মানুষের এক বিশাল বাজার। তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের তৈরি দেশী পণ্য ক্রয় এবং ব্যবহারের মাধ্যমে সংকটময় অবস্থায় অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ভুমিকা রাখতে পারেন সাধারণ মানুষ। তিনি আরো বলেন, এসএমই উদ্যোক্তারা পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত সামগ্রী, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, প্লাস্টিক সামগ্রী, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, হ্যান্ডিক্রাফটস্, ডিজাইন ও ফ্যাশনওয়্যারসহ বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করে থাকেন। নারী-উদ্যোক্তাগণও এসব শিল্পের সাথে যুক্ত রয়েছেন। এসব পণ্যের মান যথেষ্ট ভালো এবং অনেক পণ্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন যা বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে বলে জানান তিনি। এছাড়া স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার দেশপ্রেমের পরিচায়ক এবং গৌরবের বিষয়ও বটে। তাই বিদেশী পণ্যের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা কমিয়ে করোনা পরিস্থিতিতে দেশে উৎপাদিত পণ্যসমুহ বেশি বেশি ক্রয় এবং ব্যবহার করার আহবান জানান বাণিজ্যমন্ত্রী। তিনি আশা করেন, সরকার ঘোষিত ২০ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা প্যাকেজ শতভাগ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের নিকট পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো আন্তরিকভাবে কাজ করবে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, দেশী ফ্যাশন ডিজাইনাররা বছরে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার পণ্য উৎপাদন করেন। তাই সরকারি কেনাকাটায় এসএমই উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করা হলে দেশী পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তা যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ বিতরণ কার্যক্রমে এসএমই ফাউন্ডেশনকে যুক্ত করতে সম্প্রতি অর্থ বিভাগ থেকে উদ্যোগ নেয়ায় সরকারকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

তিনি আরো উল্লেখ করেন, দেশীয় পণ্য ব্যবহারে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন ও সামাজিক মাধ্যমে প্রচারের জন্য ২৫টি শ্লোগান তৈরি করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। এছাড়া সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চিঠি এবং ইমেইলে এসব শ্লোগান পাঠিয়ে সচেতনতা তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করবে এসএমই ফাউন্ডেশন।

‘Development of SMEs in Bangladesh: Lessons from German Experiences’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ

২৩ নভেম্বর ২০২০, সোমবার এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালিত ‘Development of SMEs in Bangladesh: Lessons from German Experiences’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এই গবেষণায় সহায়তা করে জার্মান সংস্থা Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Bangladesh। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে এ উপলক্ষে অনলাইনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জার্মানিতে বাংলাদেশে মান্যবর রাষ্ট্রদূত মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি এবং বাংলাদেশে জার্মানির মান্যবর রাষ্ট্রদূত Peter Fahrenholt। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম এবং বক্তব্য রাখেন এফইএস, বাংলাদেশ-এর আবাসিক প্রতিনিধি টিনা ব্লুম। গবেষণা প্রতিবেদনের সার সংক্ষেপ তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. এম এ বাকী খলীলী এবং প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. তৈয়বুর রহমান, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহাদাত হোসেন সিদ্দিকী এবং সিপিডি’র গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম।

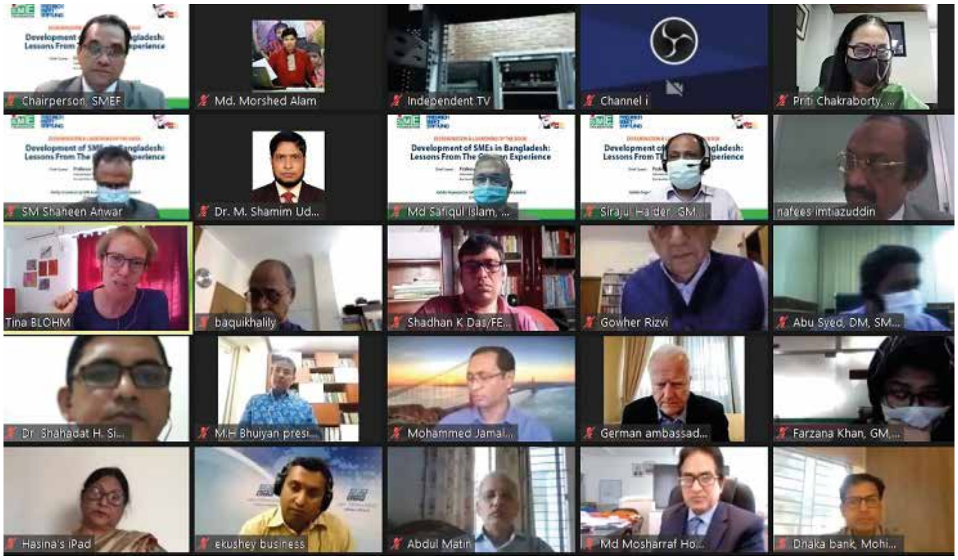

অনলাইনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী এবং অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. গওহর রিজভী বলেন, এসএমই খাতের ওপর নির্ভর করে জার্মানির এগিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। অন্যদিকে বাংলাদেশের মোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯৯% এর বেশি এসএমই প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতিতে মাত্র ৪০% অবদান প্রমাণ করে, এই খাতের দক্ষতা উন্নয়নে নজর দেয়া প্রয়োজন।

ওয়েবিনারের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, এসএমই খাতের উন্নয়নে এসএমই নীতিমালা ২০১৯ ও সরকারের বিভিন্ন নীতিমালা বাস্তবায়ন, উদ্যোক্তাদের দক্ষতা ও তাদের প্রতিষ্ঠানের কারিগরি উন্নয়নে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের মোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ৯৮ ভাগের বেশি এসএমই। ৮৪ ভাগের বেশি এসএমই প্রতিষ্ঠান গ্রামে অবস্থিত এবং ৮০ ভাগের বেশি কুটির শিল্প। শিল্প খাতের কর্মসংস্থানের ৮০-৮৫% এসএমই খাতের অবদান। এই বিবেচনায় অর্থনীতিতে এসএমই খাতের অবদান বিবেচনায় বিশ্বে দ্বিতীয় শীর্ষ দেশ জার্মানির অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে কাজে লাগাতে এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতাসমূহের মধ্যে অর্থায়ন স্বল্পতা, ঋণের সুদের উচ্চ হার, দক্ষ-স্বল্পদক্ষ কর্মীর স্বল্পতা, নতুন কর্মী কাজে না লাগানো, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজের সংযোগ না থাকা, কার্যকর ব্যবসার নেটওয়ার্ক না থাকা, তথ্যের অভাবে উৎপাদন ও বিপণন বাধাগ্রস্ত হওয়া, সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, এসএমই ক্লাস্টারগুলোতে জায়গার স্বল্পতা এবং ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজে স্বল্প সাব কন্ট্র্যাক্টিং চর্চা প্রভৃতি চিহ্নিত করা হয়।

এসব বিবেচনায় গবেষণা প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে জার্মানি থেকে যেসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে যেসব সুপারিশ করা হয়, তার মধ্যে রয়েছে, নীতি সহায়তা এবং কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে এসএমই খাতকে সচল রাখা, কর্মসংস্থান ও প্রযুক্তি ব্যবহার বিবেচনায় এসএমই খাতের শ্রেণী বিন্যাস করা, ভিন্ন ভিন্ন এসএমই খাতের জন্য আলাদা নীতি সহায়তা, এসএমই খাতের জন্য সহায়ক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, এসএমই খাতের কারিগরি উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ, শক্তিশালী কারিগরি শিক্ষা এবং শিক্ষানবীশ ব্যবস্থা চালু, সার্বজনীন মজুরি ব্যবস্থা, অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে বেশি মনযোগ, ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজের সাথে মিলিয়ে ক্লাস্টারভিত্তিক উন্নয়ন, বিশ্ব প্রতিযোগিতার সাথে সংযোগ তৈরি, উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে শক্তিশালী সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং সাব কন্ট্র্যাক্টিং চর্চা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. এম এ বাকী খলীলী’র নেতৃত্বে গবেষণা দলের অন্য সদস্যরা হলেন, ড. মো. জামাল উদ্দিন, ড. মো. শরিয়ত উল্লাহ এবং ড. মো. তারেক। এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে এই গবেষণা তদারকি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. এম মাহবুব রহমান।

রাজশাহীর কালুহাটি পাদুকা ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপন বিষয়ে মতবিনিময় সভা

০৪ ডিসেম্বর ২০২০ রাজশাহীর কালুহাটি পাদুকা ক্লাস্টারে সিএফসি স্থাপন বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম, পরিচালক রাশেদুল করীম মুন্না, মহাব্যবস্থাপক নাজিম হাসান সাত্তার এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুস সালাম সরদার সভায় উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় কর্মকর্তাগণ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় কালুহাটি পাদুকা ক্লাস্টারে উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন, পণ্য বহুমুখীকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য একটি Common Facility Center (CFC) স্থাপন ও পরিচালনা বিষয়ে ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

কালুহাটি পাদুকা ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপন বিষয়ে মতবিনিময় সভায় ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ

হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০২০ আয়োজন
এবারের শ্লোগান ‘আমার পণ্য আমার দেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশ’

হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০২০-এর উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী

হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০২০-এ অতিথিবৃন্দের একাংশ

বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির অংশ ঐতিহ্যবাহী তাঁতপণ্যের প্রস্তুতকারক ও শীর্ষস্থানীয় ডিজাইনারদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, বিলুপ্তি রোধকরণ এবং সর্বোপরি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্যাশন ডিজাইনার্স বাংলাদেশ (এএফডিবি) টানা তৃতীয়বারের মত আয়োজন করেছে হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল। এবারের মেলার শ্লোগান ‘আমার পণ্য আমার দেশ, ডিজিটাল বাংলাদেশ’। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনায় এবার হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করা হয় অনলাইনে। মেলার অনলাইন পেজ-এ বয়নশিল্প প্রদর্শন, লাইভ ফ্যাশন শো'র পাশাপাশি ৭০টিরও বেশি অনলাইন স্টলে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের জন্য প্রদর্শন করা হয় শাড়ী-লুঙ্গি-গামছা, খাদি, নকশীকাঁথা, বেনারসি শাড়ী, টাঙ্গাইল শাড়ী, জামদানি শাড়ী, মনিপুরী কাপড়, রাঙ্গামাটির চাকমাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কাপড় ও হস্তশিল্প পণ্য। যেমন: পাটজাত পণ্য বাঁশ ও বেতজাত পণ্য। এছাড়া খাতভিত্তিক পণ্যের ইতিহাস নিয়ে ছিল তথ্যচিত্র, পণ্য সম্পর্কে ক্রেতাদের ধারণা প্রদান, অনলাইন সেমিনারসহ নানা আয়োজন। ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন, ডিজাইনার, শিল্পী, তাঁতীসহ ঐতিহ্যবাহী পণ্যের উদ্যোক্তাগণ। ফেস্টিভ্যালে লোকজ শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনা, ফ্যাশন শো, দেশী পোশাক বিষয়ে কুইজ ও ফটো কনটেস্ট, সেমিনার, ক্রেতা-বিক্রেতা ম্যাচমেকিং ইভেন্টের আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান:

২৮ অক্টোবর ২০২০ অনলাইনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি এবং শিল্পসচিব কে এম আলী আজম। সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম এবং ফেস্টিভ্যালের নানা দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্যাশন ডিজাইনার্স বাংলাদেশ (এএফডিবি) সভাপতি মানতাশা আহমেদ।

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি বলেন, দেশের শতকরা ৯০ ভাগই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে এই খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁতীরা দেশের মানুষের পোশাকের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করছে। পণ্যভিত্তিক বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন ও উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল আয়োজন প্রমাণ করে, বাঙ্গালী ঐতিহ্যের শেকড়ের সাথে তাদের সম্পর্ক এখনো রয়েছে। ২০১৬ সালে বাংলাদেশের জামদানি জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নিজের অবদান রয়েছে উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী জানান, তাঁতীদের আর্থ-সামাজিক ও দক্ষতা উন্নয়ন, বন্ধ তাঁতকল চালুসহ নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্যসমূহের কদর ও চাহিদা রয়েছে। বয়নশিল্পীদের গৌরবের ধারক হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ঐতিহ্যবাহী তাঁতপণ্যসমূহকে জিআই পণ্যের তালিকায় যুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এক্ষেত্রে দেশের ঐতিহ্যবাহী ও সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে চিহ্নিত করে সরকারকে সহায়তা করতে সবার প্রতি আহবান জানান তিনি।

শিল্পসচিব কে এম আলী আজম বলেন, হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল আয়োজনসহ এ ধরনের উদ্যোগ দেশী পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিলুপ্তি রোধে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তাঁত শিল্পের বিলুপ্তি রোধে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জিআই পণ্যের তালিকায় ঐতিহ্যবাহী পণ্যগুলোকে যুক্ত করার উদ্যোগ নেয়ারও আশ্বাস দেন শিল্পসচিব।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, সরকারের তৈরি করা ডিজিটাল অবকাঠামোর কল্যাণেই কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটেও অনলাইনে এই মেলা আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, পণ্য বাজারজাতকরণ এবং অর্থায়নের সমস্যা সমাধান করতে কাজ করে যাচ্ছে ফাউন্ডেশন। তিনি আরো বলেন, কোভিড-১৯ সত্ত্বেও বিশ্বের অগ্রসরমান পাঁচটি দেশের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ।

সমাপনী অনুষ্ঠান:

২৯ অক্টোবর ২০২০ অনলাইনে এ হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যালের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি, বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক এনায়েত হোসেন চৌধুরী। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্যাশন ডিজাইনার্স অব বাংলাদেশ (এএফডিবি) এর সভাপতি মানতাশা আহমেদ।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, বাংলাদেশে দেশী পোশাকের বাজার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্যোক্তাদের তা কাজে লাগাতে হবে। মানসম্মত পণ্য তৈরি করতে হবে উদ্যোক্তাদের এবং সেসব পণ্য পৌঁছে দিতে হবে ক্রেতাদের কাছে। এসএমই ফাউন্ডেশন জেলায় জেলায় আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা করছে। একই ভাবে উপজেলা, ইউনিয়ন গ্রামে গ্রামে মেলার আয়োজন করতে হবে।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এমপি বলেন, ঐতিহ্যবাহী এসব পণ্য রক্ষায় দেশের বাজারই যথেষ্ট। মেলার বিস্তৃতি ঘটানো হলেই উদ্যোক্তারা তাঁদের পণ্যের বাজার খুঁজে পাবেন। তিনি তাঁতপণ্যসহ ঐতিহ্যবাহী সব পণ্য ধরে রাখতে এবং ক্রেতাদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলতে উদ্যোক্তাদের সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দেন।

বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া বলেন, তাঁতপণ্য বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে জড়িত। তাঁতশিল্পীদের সংগঠিত করার কাজ করছে সরকার। তিনি আরো জানান, তাঁতীদের সুবিধার্থে তাদের পণ্যের উন্নয়নে নরসিংদীতে ক্লথ প্রসেসিং সেন্টার (সিপিসি) অক্টোবরেই চালু হবে। তিনি বলেন, শতকরা মাত্র ৪ ভাগ সুদে তাঁতীদের আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, গত ১১ বছরে সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। অনলাইনে এই আয়োজন প্রমাণ করে, সমগ্র দেশকে এক সুতোয় গাঁথা সম্ভব হয়েছে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রমের মাধ্যমে।

এসএমই ফাউন্ডেশন-ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম এর যৌথ আয়োজনে অর্থনৈতিক প্রতিবেদকদের জন্য কর্মশালা

কোভিড-১৯ এর ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে ব্যাংকগুলোকে আরো মনযোগী হওয়ার আহবান জানিয়েছেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান। ০৬ ডিসেম্বর ২০২০ ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম-ইআরএফ এর যৌথ আয়োজনে অর্থনৈতিক প্রতিবেদকদের জন্য কর্মশালায় তিনি আরো বলেন, গত ৮ বছরে এসএমই খাতের ঋণ বিতরণের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বাড়লেও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে চাহিদাও। তাই অর্থনীতিতে চার ভাগের এক ভাগ অবদান রাখা এসএমই খাতকে টিকিয়ে রাখতে হবে অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থেই। এসএমই উদ্যোক্তাদের করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এবং তাদের জন্য নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রাখতে অর্থনৈতিক প্রতিবেদক এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম-ইআরএফ এর সদস্যদের শক্তিশালী ভূমিকা রাখারও আহবান জানান তিনি।

এসএমই ফাউন্ডেশন ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম এর যৌথ আয়োজনে অর্থনৈতিক প্রতিবেদকদের জন্য কর্মশালায় অতিথিবৃন্দ

কর্মশালার বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, কোভিড-১৯ এর ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণের শর্ত শিথিল করা প্রয়োজন। তাদের জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণের সময়সীমা আরো বাড়ানোর পাশাপাশি তা পরিশোধে তাদের অন্তত ২ বছর সময় দেয়া প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ঢাকা চেম্বারের সভাপতি শামস মাহমুদ বলেন, বিভিন্ন হারে কর আরোপের কারণে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের কাছ পণ্য কিনতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয়, তার চেয়ে কম খরচে সেই পণ্য আমদানি করা যায়, তাই বড় শিল্পগুলো ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের কাছ পণ্য কিনতে চায় না। এদিকে সরকারের নজর দেয়া প্রয়োজন।

গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)'র গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, এসএমই খাত দেশের অর্থনীতির প্রায় সব খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে, তাই এসএমই খাত যে দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি, তা শুধু বললেই হবে না, বরং এসএমই উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় নীতিগত ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এসএমই ফাউন্ডেশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ বিতরণে কাজে লাগানো উচিত। ইআরএফ সদস্যদের জন্য আয়োজিত কর্মশালায় আরো বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। অর্থনৈতিক প্রতিবেদকদের জন্য আয়োজিত দিনব্যাপী কর্মশালায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই খাতের অবদান এবং গণমাধ্যমে করণীয় বিষয়ে আলোচনা করেন বিশেষজ্ঞরা। দিনব্যাপী কর্মশালায় ইআরএফ সদস্য অর্থনৈতিক প্রতিবেদকগণ অংশগ্রহণ করেন।

করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা

১০ নভেম্বর ২০২০ ক্লাস্টার উন্নয়ন বিষয়ে দেশের ১৮টি এসএমই ক্লাস্টারের ৩৬জন উদ্যোক্তাদের সাথে অনলাইনে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। মতবিনিময় সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এসএমই ক্লাস্টার উদ্যোক্তাদের পাশে থাকবে এসএমই ফাউন্ডেশন। তিনি বলেন, এসএমই খাতের উন্নয়নে ০৫ এপ্রিল ২০২০ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা একটি দূরদর্শী পদক্ষেপ ছিল। এসএমই খাতকে এগিয়ে নিতে প্রণোদনা প্যাকেজের অর্থ ছাড় করার ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্রুততার সাথে কাজ করবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। বিভিন্ন ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের করোনাকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলার প্রশংসা করে তিনি বলেন, উদ্যোক্তগণ ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে প্রস্তাবনা পেশ করা হবে। একই সাথে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধিদের নিকট উদ্যোক্তাদের দাবি তুলে ধরার পরামর্শ প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'হালকা প্রকৌশল' পণ্য কে ২০২০ সালের বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করায় হালকা

করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

প্রকৌশল (Light Engineering) ক্লাস্টারসমূহকে অধিকতর কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক এবং ক্লাস্টার উন্নয়ন বিষয়ক ওয়ার্কিং কমিটির সভাপতি রাশেদুল করীম মুন্না বলেন, বর্তমান করোনা পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ক্লাস্টারের বিশেষ চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে ক্লাস্টার উইংকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ দেন। কোভিড-১৯ এর কারণে পণ্য বিক্রি না হওয়ায় অবিক্রিত পণ্য মজুদ, পুঁজি সংকটে শ্রমিক ছাটাই করতে বাধ্য হওয়া, পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নানা সমস্যার কথা মতবিনিময় সভায় তুলে ধরেন উদ্যোক্তারা। এছাড়া পণ্য উৎপাদন এবং ব্যবসা পরিচালনায় উদ্যোক্তা এবং কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দেয়া প্রশিক্ষণসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে বলেও উল্লেখ করেন তারা।

পুঁজিবাজার হতে অর্থ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সম্ভাবনাময় খাতের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা সভা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক বহির্ভূত দীর্ঘমেয়াদী অর্থসংস্থানের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজার জনপ্রিয় একটি উৎস। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে তুলনামুলক সহজ শর্তে এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের উৎস হিসেবে পুঁজিবাজার দিনদিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এ প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাজার হতে সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রণীত নীতিমালা ও শর্তাবলী সম্ভাবনাময় খাতের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অবহিতকরণের উদ্দেশ্যে ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ৩টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ২টি সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান এবং তৃতীয় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। পুঁজিবাজার হতে মূলধন আহরণের নিয়মাবলী বিষয়ে অবহিতকরণের লক্ষ্যে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা এবং উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর চীফ অপারেটিং অফিসার সাইফুর রহমান মজুমদার, এফসিএ, এফসিএমএ।

কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা সভা:
বাংলাদেশ অ্যাগ্রো প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন (BAPA) এর সদস্য উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে ০২ নভেম্বর ২০২০ ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্লাস্টিক শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা সভা:
বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BPGMEA) এর সদস্য উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে ০৩ নভেম্বর ২০২০ ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হালকা প্রকৌশল শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা সভা:
বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (BEIOA) এর সদস্য উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে অংশগ্রহণে ১৪ ডিসেম্বর ২০২০ অনলাইনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ৩টি অ্যাসোসিয়েশনের এর ৫১জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

এসএমইডিপি-২ প্রকল্পের আওতায় এসএমই উন্নয়নে বিভিন্ন কমর্সূচি আয়োজন

'ব্যাংকারদের জন্য এসএমই অর্থায়ন' প্রশিক্ষণ:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় Second Small and Medium Sized Enterprise Development Project (SMEDP-2) শীর্ষক প্রকল্প বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এসএমই ফাউন্ডেশন যৌথভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশন ব্যাংকারদের জন্য এসএমই অর্থায়ন বিষয়ক ৪টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রশিক্ষণসমূহ অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২০ এ জামালপুর, নীলফামারীর সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জের ভৈরব এবং চাপাইনবাবগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণসমূহে উদ্যোক্তা বাছাইকরণ, ঋণ বিতরণে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায় বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট জেলার ব্যাংক কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণসমূহে অংশগ্রহণ করেন। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, এসএমই ফাউন্ডেশন ও এসএমইডিপি-২ এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং সভা আয়োজন:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় Second Small and Medium Sized Enterprise Development Project (SMEDP-2) শীর্ষক প্রকল্প বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এসএমই ফাউন্ডেশন যৌথভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তা ও ব্যাংকারদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য ৩টি 'উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং' কর্মসূচি আয়োজন করে। কর্মসূচিগুলো ৩১ অক্টোবর, ১৬ নভেম্বর এবং ২১ নভেম্বর ২০২০ ভৈরব পাদুকা ক্লাস্টার, চাপাইনবাবগঞ্জ নকশীকাঁথা ক্লাস্টার ও জামালপুর নকশীকাঁথা ক্লাস্টারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মসূচিসমূহে সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারসমূহের ঋণ গ্রহণে আগ্রহী উদ্যোক্তা ও এসএমই সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। রিসোর্সপার্সন ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগামের আওতায় বিভিন্ন কমর্সূচি আয়োজন

এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং কর্মসূচি আয়োজন
এসএমই ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রামের আওতায় এসএমই উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ১০টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তির আওতায় ঋণ মঞ্জুর প্রক্রিয়া ও নিয়মাবলী সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের অবহিতকরণ এবং ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে উদ্যোক্তাদের সংযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সহজে ঋণ প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং কর্মসূচি আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। সেই ধারাবাহিকতায় নভেম্বর ও ডিসেম্বর ২০২০ এ ৪টি 'এসএমই উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং' অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এসব অনুষ্ঠানে মুন্সিগঞ্জ ক্ষুদ্র গার্মেন্টস ক্লাস্টার, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (BEIOA), বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BPGMEA) ও বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (BEMMA) এর ঋণ গ্রহণে আগ্রহী উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

মুন্সিগঞ্জ ক্ষুদ্র গার্মেন্ট ক্লাস্টারে ম্যাচমেকিং কর্মসূচি:
মুন্সিগঞ্জ ক্ষুদ্র গার্মেন্টস ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ১১ নভেম্বর ২০২০ ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা ও ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড-এর কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে 'উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ঋণ ম্যাচমেকিং' অনুষ্ঠান আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এতে উদ্যোক্তাদের ঋণ কার্যক্রম এবং ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির নিয়মকানুন সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। কর্মসূচিতে ক্লাস্টারের ঋণ গ্রহণে আগ্রহী প্রায় ৫৫জন উদ্যোক্তা, ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয় ও স্থানীয় শাখা কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ফাউন্ডেশনের পক্ষে ক্লাস্টার উন্নয়ন উইং এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক আবু মঞ্জুর সাইফ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির কার্যালয়ে ম্যাচমেকিং কর্মসূচি:
বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি'র সদস্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ 'উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ঋণ ম্যাচমেকিং' অনুষ্ঠান আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এতে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি'র উদ্যোক্তাদের ঋণ কর্মসূচি ও ঋণ গ্রহণের জন্য করণীয় সম্পর্কে অবহিতকরণসহ উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন আইডিএলসি ফাইন্যান্স লি. এর কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি'র সভাপতি ও এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক মো. আবদুর রাজ্জাক, এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মো. নাজিম হাসান সাত্তার এবং আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে ক্লাস্টারের ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ৪০জন উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনে ম্যাচমেকিং কর্মসূচি:
বাংলাদেশ প্লাস্টিক দ্রব্য প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনে (বিপিজিএমইএ) এর সদস্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ১৭ ডিসেম্বর ২০২০ বিপিজিএমইএ- এর পল্টন কার্যালয়ে 'উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ঋণ ম্যাচমেকিং' অনুষ্ঠান আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এতে উদ্যোক্তাদের ঋণ কর্মসূচি ও ঋণ গ্রহণের জন্য করণীয় সম্পর্কে অবহিতকরণসহ উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড এর কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মো. নাজিম হাসান সাত্তার, বিপিজিএমইএ- এর সহ সভাপতি কে এম ইকবাল হোসেন এবং আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ক্লাস্টারের ঋণ গ্রহণে আগ্রহী ৩০জন উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন কার্যালয়ে ম্যাচমেকিং কর্মসূচি:
বাংলাদেশ ইলেকট্রিক্যাল মার্চেন্ডাইস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিইএমএমএ) এর সদস্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের উদ্দেশ্যে ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বিইএমএমএ-এর নবাবপুর কার্যালয়ে 'উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ঋণ ম্যাচমেকিং' কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে উদ্যোক্তাদের ঋণ কর্মসূচি ও ঋণ গ্রহণের জন্য করণীয় সম্পর্কে অবহিতকরণসহ উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন ব্যাংক এশিয়া লি. এর কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মো. নাজিম হাসান সাত্তার, বিইএমএমএ-এর সভাপতি মোঃ মোশাররফ হোসেন ভুঁইয়া এবং ব্যাংক এশিয়া লি. এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ক্লাস্টারের ঋণ গ্রহণে আগ্রহী প্রায় ৪০জন উদ্যোক্তা উপস্থিত ছিলেন।

'হালকা প্রকৌশল শিল্প: মোটরসাইকেল শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ উন্নয়ন প্রেক্ষিত' ওয়েবিনার আয়োজন

২৩ ডিসেম্বর ২০২০ অনলাইনে 'হালকা প্রকৌশল শিল্প: মোটরসাইকেল শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ উন্নয়ন প্রেক্ষিত' ওয়েবিনারের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পসচিব কে এম আলী আজম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্ক নীতি ও আইসিটি) সৈয়দ গোলাম কিবরীয়া এবং বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর মহাপরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। ওয়েবিনারে প্যানেল আলোচক ছিলেন বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি'র সভাপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, মোটরসাইকেল ম্যানফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হাফিজুর রহমান খান এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ সেলিম উদ্দিন। ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান।

মূল প্রবন্ধে বিটাক-এর পরিচালক ড. সৈয়দ এহসানুল করিম বলেন, দেশে ২১শ' কোটি টাকার মোটরসাইকেলের বাজারের মধ্যে দেশীয় শিল্পের দখলে মাত্র ২০ কোটি টাকার বাজার। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হলে মাত্র ৫ থেকে ৭ বছরে ২১শ' কোটি টাকার পুরোটাই দেশীয় শিল্পের দখলে আনা সম্ভব।

ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পসচিব কে এম আলী আজম বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। এজন্য শিল্পায়নের কোন বিকল্প নেই। তাই সবাইকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন শিল্পের নীতি তৈরি ও বাস্তবায়ন এবং সহায়তা করতে চায় সরকার।

'হালকা প্রকৌশল শিল্প: মোটরসাইকেল শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ উন্নয়ন প্রেক্ষিত' ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বিশেষ অতিথি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (শুল্ক নীতি ও আইসিটি) সৈয়দ গোলাম কিবরীয়া বলেন, শিল্প ও বাণিজ্য খাতকে ন্যায়সঙ্গত সব ধরনের নীতি সহায়তা দিতে প্রস্তুত আছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

বিশেষ অতিথি বিটাক মহাপরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী বলেন, মোটরসাইকেল শিল্পে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে বিটাক।

অনুষ্ঠানের সভাপতি এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, বর্তমানে দেশে প্রয়োজনীয় হালকা প্রকৌশল খাতের ৭০ হাজার কোটি টাকার পণ্যের চাহিদার মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ দেশীয় শিল্পসমূহ সরবরাহ করে থাকে। তাই এই খাতের বিভিন্ন সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে দেশের শিল্পায়নকে এগিয়ে নেয়ার আহবান জানান তিনি।

ওয়েবিনারে জানানো হয়, বর্তমানে দেশে উদীয়মান বৃহৎ শিল্পসমূহের মধ্যে মোটরসাইকেল অন্যতম। দেশে ৭টি স্থানীয় ও ৮টি আন্তর্জাতিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৩৮টি মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী ও সংযোজনকারী শিল্প রয়েছে। এ শিল্পের বার্ষিক উৎপাদন আনুমানিক ৪ লাখ ৪০ হাজার ইউনিট, যা মোট চাহিদার ৮০%। এ শিল্পের উন্নয়নে ইতোমধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় মোটরসাইকেল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করেছে। কিন্তু এখনো এ শিল্পের অধিকাংশ উপকরণ যেমন- মোটরসাইকেল চেসিস, চাকা, হ্যান্ডেল বার, ব্রেক সিস্টেম, ফুয়েল ট্যাংক, প্লাস্টিকের পণ্য (মাড গার্ড, ফেন্ডার, সাইড কভার) ইত্যাদি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। দেশীয়ভাবে এসব উপকরণ উৎপাদন সম্ভব হলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও বিপণন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাড়বে সরকারের রাজস্ব আয়।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে নারী-উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা

১২ নভেম্বর ২০২০ করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় নারী-উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতি নিয়ে ২৩টি নারী চেম্বার, অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেডবডিজ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। মতবিনিময় সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলায় নারী-উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের কথা ভাবেন বলেই তাদের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকার আলাদা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ পেতে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে এসএমই ফাউন্ডেশন নিয়মিত যোগাযোগ করছে জানিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন আশাবাদ ব্যক্ত করেন, ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ঋণ দিতে আরো উদ্যোগী হবেন। সেই সাথে উদ্যোক্তাদেরও করোনা পরিস্থিতিতে অনলাইনে পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে আরো দক্ষতা অর্জনের আহবান জানান তিনি। ড. মাসুদুর রহমান বলেন, উদ্যোক্তারা যেন তাদের ব্যবসা ছেড়ে না দেন সেজন্য এসএমই ফাউন্ডেশন নানা ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে। সেই সাথে পণ্য তৈরি ও বাজারজাতকরণেও উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ফাউন্ডেশন কাজ করছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। মতবিনিময় সভায় ব্যাংক ঋণের কিস্তি পরিশোধ এবং নতুন ঋণ পেতে সমস্যার কথা তুলে ধরেন উদ্যোক্তারা। নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, অ্যাডভাইজরি সেবা, অর্থায়নের সুযোগ এবং বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দেয়া সেবাসমূহ সম্পর্কে মতবিনিময় সভায় বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএম শাহীন আনোয়ার এবং মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান বক্তব্য রাখেন।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে নারী-উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ‘নতুন ব্যবসা সৃষ্টি’ প্রশিক্ষণ আয়োজন

নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ এ ‘New Business Creation’ বিষয়ে ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। ১৪-১৮ অক্টোবর ময়মনসিংহে, ১৮-২২ অক্টোবর সিরাজগঞ্জে এবং ০৮-১২ নভেম্বর পটুয়াখালীতে এসব প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এসব প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন, ব্যবসায় নৈতিকতা ও সামাজিক দায়িত্ব, উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় বাধাসমূহ দূর করার উপায়, ব্যবসায়িক ধারণা বাছাই ও নির্বাচন (ম্যাক্রো-মাইক্রো স্ক্রিনিং), বাজার জরিপ, চেকলিষ্ট, ব্যবসায়িক পরিকল্পনার প্রাথমিক ধারণা, প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা উপস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রশিক্ষণসমূহে ১০০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং-এর Workshop/Seminar/Training for creation of new women entrepreneurs কর্মসূচির আওতায় ১০টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ‘নতুন ব্যবসা সৃষ্টি’ প্রশিক্ষণের সনদ বিতরণ

নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ‘Online Business Communication & Skill Development’ প্রশিক্ষণ আয়োজন

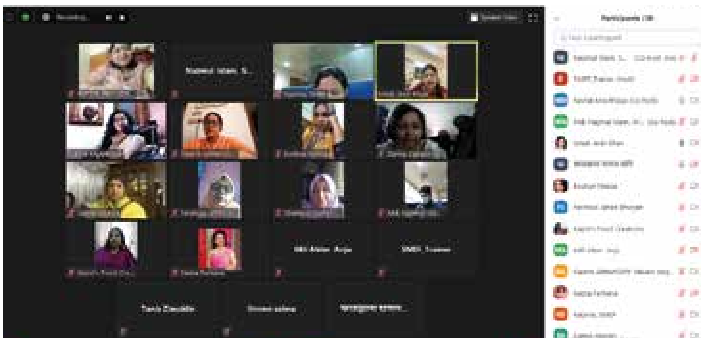
নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ‘Online Business Communication & Skill Development’ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

১৩-১৫ অক্টোবর ২০২০ অনলাইনে ‘Online Business Communication & Skill Development’ বিষয়ে অনলাইনে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং। কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক যোগাযোগের ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন, পণ্য বাজারজাতকরণ কৌশল, নতুন ব্যবসায়িক এটিকেটস, ব্যবসা পরিকল্পনা, প্রোডাক্ট প্রমোশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণে আলোচনা করা হয়। এছাড়া উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ব্যবসার মুনাফা বাড়ানোর উপায় সম্পর্কেও এতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে ২৫জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং’র ‘Online Business Communication & Skill Development’ বিষয়ে ৮টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।

নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ‘Negotiation skill development’ কর্মশালা আয়োজন

এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনাভুক্ত Negotiation skill development for the selected executive committee members of women tradebodies কর্মসূচীর আওতায় নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য Negotiation skill development বিষয়ে ২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালা ২টি ১৪ এবং ১৫ ডিসেম্বর ২০২০ অনলাইনে আয়োজন করা হয়। নারী-উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনে যোগাযোগ করে executive committee এর সদস্যদের মধ্যে থেকে আগ্রহী অংশগ্রহণকারীদের তালিকা গ্রহণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নারীদের নির্বাচন করা হয়। কর্মশালা ২টিতে নারী-উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের ৫০জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। রিসোর্সপার্সন হিসেবে শেখ আব্দুর রহিম, যুগ্ম সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সেশন পরিচালনা করেন। কর্মশালাসমূহে বিভিন্ন সময় এসএমই ফাউন্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ যুক্ত হন।

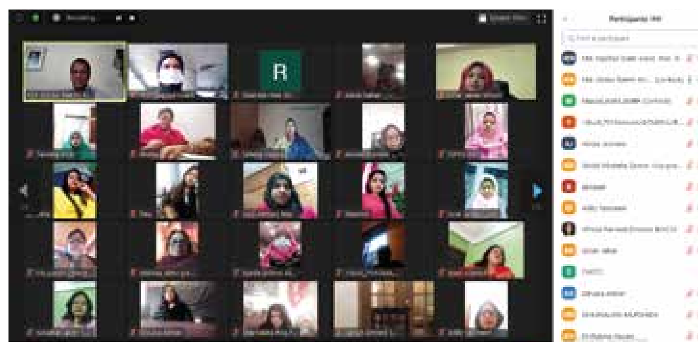
নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ‘Negotiation skill development’ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

এসএমই পণ্যের ‘আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান’ প্রশিক্ষণ আয়োজন

কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি এবং তা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেয়া এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। তবে নানা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে অনেক উদ্যোক্তাই অনলাইন ও সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে নিজেদের পণ্যের বিপণন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। অনেক উদ্যোক্তা দেশের বাইরেও পণ্য রপ্তানি করেছেন। আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধানে উদ্যোক্তাদের সহায়তা করতে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সেন্টার (আইটিসি) তৈরি করেছে আইটিসি ট্রেড ম্যাপ ও মার্কেট অ্যাক্সেস ম্যাপ। এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধানে আইটিসি-এর মার্কেট অ্যানালাইসিস টুল এর ব্যবহার দেখাতে এবং এর মাধ্যমে তাঁদের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানির উপায় সম্পর্কে ধারণা দিতে ২৩-২৬ নভেম্বর ২০২০ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ১৭জন এসএমই উদ্যোক্তা এবং রপ্তানি কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ‘জুয়েলারি প্রস্তুতকরণ’ বিষয়ে রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ আয়োজন

০৮ ডিসেম্বর ২০২০ অনলাইনে ‘Refreshers Training On Jewelry Making for Women Entrepreneurs’ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ‘নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ফ্যাশন জুয়েলারি প্রস্তুতকরণ’ শিরোনামে ২০-২৬ জুন ২০১৯ ঢাকায় ৭দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। সেই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২৫জন নারী-উদ্যোক্তা এবারের রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী-উদ্যোক্তাদেরকে জুয়েলারি প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাবলী সমাধানে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ‘Business Crisis Management & Stress Management’ কর্মশালা আয়োজন

বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে, কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে রয়েছেন এসএমই নারী-উদ্যোক্তাগণ। আর্থিক ক্ষতি কাটিয়ে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে এবং মানসিক শক্তি জোগাতে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য কৌশলগত করণীয় নির্ধারণে Business Crisis Management & Stress Management (Mental Health) বিষয়ক ২টি কর্মশালা আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং। ১৮-১৯ নভেম্বর ২০২০ এবং ০৯-১০ ডিসেম্বর ২০২০ অনলাইনে আয়োজিত কর্মশালা ২টিতে প্রায় ৫০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

"করোনাকালে 'এসএমই'তে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন" ওয়েবিনার আয়োজন

করোনাকালে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন বিষয়ে উদ্যোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৯ নভেম্বর ২০২০ অনলাইনে "করোনাকালে 'এসএমই'তে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন" বিষয়ে ওয়েবিনার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএসটিআই এর মহাপরিচালক ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য মঞ্জুরুল মোর্শেদ আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। ওয়েবিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান। সঞ্চালনা করেন ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মুহাম্মদ খালেদুজ্জামান তালুকদার। এসএমই উদ্যোক্তাগণ করোনাকালে কীভাবে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করবেন, প্রস্তুতকৃত খাদ্যকে নিরাপদ অবস্থায় কীভাবে ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিতে পারেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের অন্যতম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়েবিনারে উদ্যোক্তাদের ধারণা দেয়া হয়। ওয়েবিনারে বাংলাদেশ অ্যাগ্রো প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন

"করোনাকালে 'এসএসই'তে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন" ওয়েবিনারে অতিথিবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

(বাপা)-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোহাম্মদ শোয়েব হাসান, বাংলাদেশ ব্রেড বিস্কুট ও কনফেকশনারি প্রস্তুতকারক সমিতির উত্তরবঙ্গ পরিষদের সভাপতি মোঃ মাকসুদুল আলম পাটোয়ারী, GAIN Bangladesh এর কান্ট্রি ডিরেক্টর রুদাবা খন্দকার, অ্যালকিউমাস বাংলাদেশ এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর সৈয়দা কানিজ ফাতেমা, FAO এর ন্যাশনাল ফুড সেফটি কনসালটেন্ট মোঃ মাসুদ আলম, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এর সাথে সম্পৃক্ত এসএমই উদ্যোক্তাগণ, সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, দেশী/বিদেশী সংস্থার প্রতিনিধি এবং ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তা ও পরামর্শকসহ মোট ৬৮জন অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকায় 'ফার্নিচার শিল্পের জন্য সিএনসি উড রাউটিং' কর্মশালা

মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে পণ্যের মানোন্নয়ন ও সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তি আত্তীকরণের কোনো বিকল্প নেই। সেই সাথে জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ফার্নিচার শিল্পের টেকসই বিকাশ ও রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সময়োপযোগী ডিজাইন প্রণয়ন, গুণগত কাঁচামাল ব্যবহার ও দক্ষ কারিগর তৈরি করা অত্যাবশ্যক। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৯-২০ অক্টোবর এবং ২৭-২৮ অক্টোবর ২০২০ ঢাকায় ২টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় বগুড়া জেলার ১৯টি ফার্নিচার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ২০জন উদ্যোক্তা ও উৎপাদনকর্মী অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় আধুনিক সিএনসি প্রযুক্তি, এর আত্তীকরণে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, ২-ডি ও ৩-ডি ডিজাইনিং, সিএনসি প্রোগ্রামিং ও মেশিন অপারেশনসহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান ও ব্যবহারিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। কর্মশালার

ঢাকায় 'ফার্নিচার শিল্পের জন্য সিএনসি উড রাউটিং' কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

উদ্বোধন করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএম শাহীন আনোয়ার এবং মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান বক্তব্য রাখেন।

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০-এ প্রযুক্তি উন্নয়ন উইং-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

'বেকারি শিল্পে সঠিক উৎপাদন রীতি অনুশীলন' ৩টি প্রশিক্ষণ

বেকারি শিল্পে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে দেশব্যাপী সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাগণের সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ০৩-০৫ অক্টোবর ঠাকুরগাঁও, ০৭-০৯ অক্টোবর কুড়িগ্রাম ও ০৩-০৫ নভেম্বর নাটোরে 'বেকারি শিল্পে সঠিক উৎপাদন রীতি অনুশীলন' বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ক্লাসরুম লেকচার ও ব্যবহারিক ডেমন্সট্রেশন কার্যক্রমের মাধ্যমে ১০২জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের ১টি কারখানা সরেজমিন পরিদর্শন করে GMP(Good Management Practice) বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ পণ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করার সময় ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, কারখানার অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক পরিবেশ, প্রসেস লাইনের পরিচ্ছন্নতা, খাবারের মেয়াদ ও মান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

Food Safety Mangemnt System (FSMS)- ISO 22000:2018 প্রশিক্ষণ

এসএমই খাতের খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৩-২০ ডিসেম্বর ২০২০ Professional Development Course on Food Safety Management System (FSMS)- ISO 22000:2018 বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রশিক্ষণে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানসমূহে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, এর মাধ্যমে ISO 22000:2018 সনদ অর্জনের প্রক্রিয়া, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের ধারণা দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে উদ্যোক্তাগণ আশুলিয়ায় ISO 22000 সনদ প্রাপ্ত কাজী ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণে ১৫জন উদ্যোক্তা/প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়ায় 'বয়লার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা' প্রশিক্ষণ

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত একটি অপরিহার্য যন্ত্র বয়লার। তবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে অধিকাংশ অপারেটরই বয়লারের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারবিধি সম্পর্কে অবগত নন। তাই প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনাজনিত কারণে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে যুগোপযোগী জ্ঞানসম্পন্ন সুদক্ষ বয়লার অপারেটর তৈরিতে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের সহযোগিতায় ০২-০৮ নভেম্বর ২০২০ কুষ্টিয়া জেলায় ৭ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ২৬টি প্রতিষ্ঠানের ৩৪জন বয়লার অপারেটর ও টেকনিশিয়ান অংশগ্রহণ করেন।

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ব্যবসা পরিচালনায় অটোমেশন পদ্ধতি ব্যবহারে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সফটওয়্যার সহায়তা প্রদান

ব্যবসা পরিচালনায় অটোমেশন পদ্ধতি ব্যবহারে আগ্রহী এসএমই উদ্যোক্তাদের ১ মাস বিনামূল্যে সফটওয়্যার সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস-বেসিস সদস্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ১১ অক্টোবর ২০২০ বেসিসের সহযোগিতায় এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য এ বিষয়ে অনলাইন কর্মশালার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম এবং বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবির। কর্মশালায় জানানো হয়, এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনায় আইসিটি ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ই-কমার্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, যা বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে ব্যপক জনপ্রিয় ও প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম অটোমেশনে বিভিন্ন টুলস ব্যবহারে উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যবসা পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে অটোমেশন ব্যবস্থা চালু করতে এবং

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনায় সফটওয়্যার সহায়তা' কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

সফটওয়্যার কোম্পানির সাথে উদ্যোক্তাদের সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এই অনলাইন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় Product Category, Accounting and Financial Software, POS, Inventory, HR and Payroll, Integrated Business Application and ER এবং Education Institute Management Application সফটওয়্যারগুলোর সিস্টেম উপস্থাপন করে বেসিস সদস্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। চলতি অর্থবছরে এ ধরনের মোট ৩টি কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশনের। নভেম্বর ২০২০ এ একই ধরনের দ্বিতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে ডিজিটাল কমার্স ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক কৌশল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণও ডিজিটাল কমার্স সুবিধা ব্যবহার করে দেশে-বিদেশে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিপণন করছেন। পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহ হতে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল কার্যাবলী ডিজিটাল কমার্স এর সুবিধা ব্যবহার করে নির্ভুলভাবে করা সম্ভব। এসএমই ফাউন্ডেশন সরকারের 'রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা এবং জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা এর আলোকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে ডিজিটাল কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম নিয়মিতভাবে আয়োজন করে আসছে।

এসএমই উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল কমার্স ব্যবসার সাথে পরিচিতিকরণ ও অভ্যস্ত করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন এ বিষয়ে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উদ্যোক্তাগণ এসব প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে ডিজিটাল কমার্সের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবসা প্রসার উপযোগী বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যবহারিক ধারণা লাভ করছেন।

দেশের বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় এসএমই ফাউন্ডেশন অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ এ এসএমই উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসা ই-কমার্স বিষয়ে দক্ষ করার লক্ষ্যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ১৬টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে এবং এতে ৩২০জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর উদ্যোক্তারা সহজেই এবং দ্রুততায় বিশ্বব্যাপী নিজেদের পণ্যের প্রচার ও বিপণন করতে পারছেন।

এক নজরে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ:

প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
How to Start E-Commerce	০৭	১৪০
Social Commerce for SMEs	০৫	১০০
Digital Marketing for SMEs	০৪	৮০

এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ সর্ম্পকিত বিস্তারিত তথ্য জানতে ভিজিট করুন ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ বিষয়ক পোর্টাল (http://hrd.smef.gov.bd)

এসএমই সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডির কর্মকর্তাদের জন্য 'আইসিটি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন' কর্মশালা

এসএমই খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেডবডি ও চেম্বারের সক্ষমতা বৃদ্ধি অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রেক্ষাপটে এসএমই ফাউন্ডেশন এসএমই সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং তাদের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ এ 'অফিস ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় আইসিটি ব্যবহার' ২টি কর্মশালার আয়োজন করে। দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে অ্যাসোসিয়েশনের অফিস ব্যবস্থাপনায় আইসিটি টুলস ব্যবহার, উদ্যোক্তাদের ব্যবসা অনলাইনে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও রংপুর বিভাগের ৪২টি চেম্বার অব কমার্স এবং অ্যাসোসিয়েশন এর ৬০জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কর্মশালা উদ্যোক্তাদের ব্যবসা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

এসএমই সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডির কর্মকর্তাদের জন্য 'আইসিটি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন' কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

ক্লাস্টারভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি: অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ এ ক্লাস্টার উন্নয়ন শাখার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

‘ব্যবসা ব্যবস্থাপনা’ প্রশিক্ষণ

২৮ অক্টোবর -০১ নভেম্বর ২০২০ সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারে, ৩০ নভেম্বর-০২ ডিসেম্বর ২০২০ মুন্সীগঞ্জ নিটিং ক্লাস্টারে এবং ১৩-১৫ ডিসেম্বর পাবনার সাঁথিয়া হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারে উদ্যোক্তাদের জন্য ‘ব্যবসা ব্যবস্থাপনা’ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন।

প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদের ব্যবসা ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ধারণা থেকে শুরু করে সঠিক উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ, পণ্য বাজারজাতকরণে সঠিক পন্থা অবলম্বন, পণ্য বহুমুখীকরণে উৎসাহিতকরণ, সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবসায়ের হিসাবরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়। এছাড়া করোনাকালীন সময়ে ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় বিকল্প পন্থা অবলম্বনেও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হয়। ৩টি প্রশিক্ষণে ৬০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

পাবনায় ‘ব্যবসা ব্যবস্থাপনা’ প্রশিক্ষণ

সৈয়দপুর ক্ষুদ্র গার্মেন্টস ক্লাস্টারে ‘রপ্তানি-আমদানি পদ্ধতি’ প্রশিক্ষণ

সৈয়দপুর ক্ষুদ্র গার্মেন্টস ক্লাস্টারে ‘রপ্তানি-আমদানি পদ্ধতি’ প্রশিক্ষণ

২৭-২৯ অক্টোবর ২০২০ নীলফামারীর সৈয়দপুর ক্ষুদ্র গার্মেন্টস ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের জন্য ‘রপ্তানি এবং আমদানি পদ্ধতি’ বিষয়ে ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এতে উদ্যোক্তাদের কাছে ‘রপ্তানি এবং আমদানি পদ্ধতি’ বিষয়ক সমস্যা এবং সমাধান নিয়ে বিস্তারিত ধারণা তুলে ধরেন প্রশিক্ষকগণ। এছাড়া উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন এবং বহুমুখীকরণের মাধ্যমে রপ্তানীমুখী ব্যবসায় অংশগ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়। সৈয়দপুর ক্ষুদ্র গার্মেন্টস ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা ভারত, নেপালসহ বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানি করেন। এই ক্লাস্টারে কাঁচামাল হিসেবে প্রায় শতভাগ ঝুট কাপড় ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণে নীলফামারীর সৈয়দপুর ক্ষুদ্র গার্মেন্টস ক্লাস্টারের ২০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

জামালপুর নকশীকাঁথা ক্লাস্টারে ‘Practical Accounts Maintaining’ প্রশিক্ষণ

১৮-২৪ ডিসেম্বর ২০২০ জামালপুর নকশীকাঁথা ক্লাস্টারের ৫জন উদ্যোক্তাকে ‘Practical Accounts Maintaining’ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক উদ্যোক্তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও তথ্য সংগ্রহ করেন। পরবর্তীতে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে উদ্যোক্তাদের জন্য কাস্টমাইজড হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি তৈরি করা হয়। ৭ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে উক্ত ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের ব্যবহৃত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করে সহজ, সাবলীল হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি ডিজাইন করা হয় এবং ডিজাইনকৃত এই নতুন হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহারযোগ্যতা পর্যবেক্ষন করে উদ্যোক্তাদের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হয়।

কিশোরগঞ্জের ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে ‘Fire Safety and Services’ এবং ‘পণ্য বহুমুখীকরণ’ প্রশিক্ষণ

২৯ নভেম্বর-০১ ডিসেম্বর ২০২০ কিশোরগঞ্জের ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের জন্য ‘Fire Safety and Services’ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদের অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি অগ্নি নির্বাপণের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখানো হয়। এতে ২০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

২৮ ডিসেম্বর-৩০ ডিসেম্বর ২০২০ কিশোরগঞ্জের ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের জন্য ‘পণ্য বহুমুখীকরণ’ বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এতে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে লেডিসব্যাগ, মানিব্যাগ, বেল্ট, জুতাসহ চামড়াজাত বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়। এতে ২০জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারে ‘পণ্যের হিট এবং সার্ফেস ট্রিটমেন্ট’ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারে ‘পণ্যের হিট এবং সার্ফেস ট্রিটমেন্ট’ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ

২৮-৩০ অক্টোবর ২০২০ বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের জন্য লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের হিট এবং সার্ফেস ট্রিটমেন্ট বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। বগুড়া বিটাক-এর অবকাঠামোগত সুবিধাদি ব্যবহার করে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের Heat Treatment এর ব্যবহারিক দিকগুলো তুলে ধরেন প্রশিক্ষণগণ। পাশাপাশি তারা করোনাকালীন সময়ে ব্যবসার নানাবিধ দিক তুলে ধরেন এবং উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং মানোন্নয়নের বিষয়ে আলোকপাত করেন। প্রশিক্ষণে ২০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়ার কুমারখালী টেক্সটাইল শিল্প ক্লাস্টারে ‘বিপণন কৌশল’ প্রশিক্ষণ

০৬-০৮ অক্টোবর ২০২০ কুষ্টিয়ার কুমারখালী টেক্সটাইল শিল্প ক্লাস্টারে ‘বিপণন কৌশল’ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ক্লাস্টারে উৎপাদিত পণ্য সফলভাবে বিপণন প্রক্রিয়া, বর্তমান বাজার ব্যবস্থা, অনলাইন বিপণন মাধ্যম, করোনাকালীন সময়ে বিকল্প পণ্য এবং বিপণন ইত্যাদি সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের ধারণা দেয়া হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কুমারখালী টেক্সটাইল শিল্প ক্লাস্টারের ২০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

কুষ্টিয়ার কুমারখালী টেক্সটাইল শিল্প ক্লাস্টারে ‘বিপণন কৌশল’ প্রশিক্ষণ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের দক্ষতা উন্নয়নে ফাউন্ডেশনের মানবসম্পদ শাখার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

এসএমই খাতে দক্ষ মানবসম্পদ, সারাদেশে উদ্যোক্তা তৈরি এবং উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ এ ঢাকাসহ বিভাগীয় শহর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৩০টি প্রশিক্ষণ আয়োজন এসএমই ফাউন্ডেশনের মানবসম্পদ উন্নয়ন উইং। এসব প্রশিক্ষণে ৮৮০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে ৭টি প্রশিক্ষণ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং ২৩টি প্রশিক্ষণ বিভিন্ন ট্রেডবডি'র সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হয়।

১০-১৫ অক্টোবর ২০২০ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ৩০জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে 'ওয়ার্কিং উইথ ফ্যাশন ডিজাইন (Phase-I)' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। ফ্যাশন হাউস বিবিয়ানার স্বত্বাধিকারী ও ডিজাইনার লিপি খন্দকার অনলাইনে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

১১-১৫ অক্টোবর ২০২০ জামালপুর সিঁড়ি হস্তশিল্প কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ময়ূরী কর্তৃক নির্বাচিত ৩০জন তৃতীয় লিঙ্গের প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা উন্নয়নে 'ব্লক-বাটিক' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে 'ব্লক-বাটিক' ধারণা লাভ করে তারা তাদের পণ্যের নতুন ডিজাইন তৈরি করতে পারছেন।

২৯ নভেম্বর-০৩ ডিসেম্বর ২০২০ ঢাকায় ১০জন পুরুষ ও ২২জন নারীসহ ৩২জন উদ্যোক্তাকে নিয়ে 'বহুমুখী পাটজাত পণ্য তৈরি ও বিপণন' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। একই সময়ে সিলেট চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র উদ্যোগে এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সিলেটে ৩০জন উদ্যোক্তার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে 'আর্টিফিসিয়াল জুয়েলারি' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সিলেট কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আবুল কালাম ।

২০-২৪ ডিসেম্বর ২০২০ ঠাকুরগাঁয়ে 'নতুন ব্যবসা সৃষ্টি' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ৩০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করে। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংরক্ষিত আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সেলিনা জাহান লিটা।

২৬-৩০ নভেম্বর ২০২০ ঢাকায় 'ফাস্ট ফুড তৈরি ও সংরক্ষণ' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ঢাকা, গোপালগঞ্জ ও বরিশাল জেলার ২৪জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

০৯-১৩ ডিসেম্বর ২০২০ এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন ফর স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (ওয়াসমি)-এর সহযোগিতায় ঢাকায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের 'বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা' প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষনের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নেপালের রাষ্ট্রদূত ড. বানশি মিশ্র এবং 'ওয়াসমি'র সভাপতি এস এম জিল্লুর রহমান। প্রশিক্ষণে ৩০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করে। ০৭-১২ অক্টোবর ২০২০ অনলাইনে পাওয়া আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের নিয়ে 'বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা' প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়।

এছাড়া অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ বিভিন্ন ট্রেডবডিজ/চেম্বারসমূহের সহযোগিতায় অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ ২৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রশিক্ষণে ৬৯০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

এক নজরে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ:

	প্রশিক্ষণের নাম	প্রতিষ্ঠান	ভেন্যু	তারিখ
১.	ব্লক-বাটিক	উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব)	কুমিল্লা	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০
২.	আর্টিফিসিয়াল জুয়েলারি	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই)	ঠাকুরগাঁও	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০
৩.	স্ক্রিন প্রিন্ট	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই)	কিশোরগঞ্জ	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০
৪.	নতুন ব্যবসা সৃষ্টি	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই)	খুলনা	১১-১৫ অক্টোবর ২০২০
৫.	পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	মেহেরপুর	১৬-২০ অক্টোবর ২০২০
৬.	নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	মাদারীপুর	১৮-২২ অক্টোবর ২০২০
৭.	চামড়াজাত পণ্য তৈরি	চট্টগ্রাম উইম্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিডব্লিউসিসিআই)	চট্টগ্রাম	৩১ অক্টোবর-০৪ নভেম্বর ২০২০
৮.	স্ক্রিন প্রিন্ট	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই)	পাবনা	৩১ অক্টোবর-০৪ নভেম্বর ২০২০
৯.	ফ্যাশন ডিজাইন	উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব)	রাজশাহী	১৫-১৯ নভেম্বর ২০২০
১০.	স্ক্রিন প্রিন্ট	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই)	জামালপুর	১৫-১৯ নভেম্বর ২০২০
১১.	নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	রাজবাড়ী	১৮-২২ নভেম্বর ২০২০
১২.	বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা	উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব)	নাটোর	২২-২৬ নভেম্বর ২০২০
১৩.	বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই)	রাঙ্গামাটি	২২-২৬ নভেম্বর ২০২০
১৪.	বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদন	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	বান্দরবান	২২-২৬ নভেম্বর ২০২০
১৫.	ব্লক-বাটিক	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই)	সিলেট	২২-২৬ নভেম্বর ২০২০
১৬.	নতুন ব্যবসা তৈরি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	মাগুরা	২৫-২৯ নভেম্বর ২০২০
১৭.	ফাস্ট ফুড তৈরি ও ক্যাটারিং	চিটাগাং উইম্যান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (সিডব্লিউসিসিআই)	চট্টগ্রাম	০৬-১০ ডিসেম্বর ২০২০
১৮.	নতুন ব্যবসা সৃষ্টি	উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব)	ময়মনসিংহ	০৬-১০ ডিসেম্বর ২০২০
১৯.	বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	দিনাজপুর	০৬-১০ ডিসেম্বর ২০২০
২০.	ব্যবসায় যোগাযোগ	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই)	বগুড়া	২৭-৩১ ডিসেম্বর ২০২০
২১.	বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিউসিসিআই)	বরিশাল	২৭-৩১ ডিসেম্বর ২০২০
২২.	বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদন	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	খাগড়াছড়ি	২৯ ডিসেম্বর '২০-০২ জানুয়ারি ২০২১
২৩.	উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যাংক উপযোগী ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	ঝালকাঠি	২৯ ডিসেম্বর ২০২০-০২ জানুয়ারি ২০২১

রাজশাহীর কালুহাটি পাদুকা ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) স্থাপনের লক্ষ্যে Feasibility Study সম্পাদন

রাজশাহীর কালুহাটি পাদুকা ক্লাস্টারে সিএফসি স্থাপন বিষয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি'র নিকট Feasibility Study Report হস্তান্তর

০১ নভেম্বর ২০২০ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এমপি-এর কাছে রাজশাহীর কালুহাটি পাদুকা ক্লাস্টারে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার এর উপর তৈরি করা 'Feasibility Study Report' হস্তান্তর করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। শ্রমনির্ভর উৎপাদন পদ্ধতি, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির অভাব, পণ্যের নিম্নমান, নিম্নমানের কমপ্লায়েন্স এবং পেশাগত স্বাস্থ্য (OH & S) সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় এই ক্লাস্টারে সিএফসি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রস্তাবিত কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টারে উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের জন্য একটি ডিসপ্লে সেন্টার, প্রশিক্ষণ কক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব, সভাকক্ষ, অফিসকক্ষ ইত্যাদি সুবিধা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে ফাউন্ডেশনের অনুকূলে মঞ্জুরকৃত ১০ কোটি টাকা এসএমই ফাউন্ডেশনের নিজস্ব অর্থ ব্যয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা বা বিজনেস প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে। কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) থেকে উদ্যোক্তারা স্বল্প মূল্যে বিভিন্ন ধরনের সেবা সংগ্রহ করতে পারবেন। Feasibility Study Report এর প্রস্তাবনা অনুযায়ী, সিএফসি প্রতিষ্ঠার পর ক্লাস্টারটির উদ্যোক্তাদের পণ্য উৎপাদন হার ১০% এবং পণ্য বহুমুখীকরণ ৫-১০% হারে বৃদ্ধি পাবে। Service frequncy প্রথম দুই বছরে ৬ মাস অন্তর অন্তর ২০% হারে বৃদ্ধি পাবে এবং ২য় বছর শেষে বাৎসরিক ২০% হারে বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন হার, নতুন পণ্য উদ্ভাবন, Service frequency ইত্যাদি বৃদ্ধির সাথে সাথে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) এর রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানি/বিদ্যুৎ, রিপেয়ারিং ইত্যাদিসহ মোট বাৎসরিক খরচ ৮-১০% হারে বৃদ্ধি পাবে। অপরপক্ষে, ৪র্থ বছর শেষে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) এর উৎপাদন ক্ষমতার ৮০-৮৫% অর্জনের মাধ্যমে মেশিন ব্যবহার থেকে বাৎসরিক আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে বাৎসরিক আয় ২য় ও ৩য় বছরে শতভাগ হারে এবং ৩য় বছর শেষে ২০% হারে বৃদ্ধি পাবে। ৪র্থ বছরে কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার (সিএফসি) এর উৎপাদন ক্ষমতার ৮০-৮৫% অর্জনের মাধ্যমে ব্রেক ইভেনে আসবে। সিএফসি স্থাপন পরবর্তী প্রথম ৪ বছর এসএমই ফাউন্ডেশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাজেট হতে সিএফসি পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা হবে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান

২৮ ডিসেম্বর ২০২০ এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন ড. মোঃ মফিজুর রহমান।

ড. মোঃ মফিজুর রহমান ১৯৮২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান এবং ১৯৮৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ২০০১ সালে নেদারল্যান্ডস-এর ম্যাসট্রিক্ট স্কুল অব ম্যানেজমেন্ট থেকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ডিগ্রি এবং ২০০৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে ১৯৯৯ সালে এলএল.বি. ডিগ্রি অর্জন করেন।

ড. মোঃ মফিজুর রহমান ১৯৮৮ সালে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। ৩২ বছরের দীর্ঘ সরকারি কর্মজীবনে তিনি মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন ছাড়াও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বঙ্গভবনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি)-এর পরিচালক, সৌদি আরবের জেদ্দায় হজ্জ কাউন্সেলর এবং ইতালির রোমে বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকোনমিক কাউন্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতালির রোমে দায়িত্ব পালনকালে তিনি Group of 77, Rome Chapter-এর চেয়ারপার্সন হিসেবে দুই বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ থেকে তিনি শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন শেষে ০১

এসএমই ফাউন্ডেশনের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান

সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) ভোগরত রয়েছেন। বিটাক-এর মহাপরিচালক হিসেবে তিনি এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। সরকারি দায়িত্বের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে তিনি বিশ্বের

অফিস স্থানান্তর

পুরাতন ঠিকানা	বর্তমান ঠিকানা
এসএমই ফাউন্ডেশন ০৪, পান্থপথ রয়েল টাওয়ার কাওরান বাজার, ঢাকা	এসএমই ফাউন্ডেশন পর্যটন ভবন (লেভেল-৬ ও ৭) প্লটঃ ই-৫/সি-১, পশ্চিম আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭

সম্পাদনা পরিষদ: মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক; ফারজানা খান, মহাব্যবস্থাপক; সিরাজুল হায়দার এনডিসি, মহাব্যবস্থাপক, মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, অঙ্গসজ্জা: মো: আরিফুল ইসলাম, প্রোগ্রাম সহকারী, এসএমই ফাউন্ডেশন, পর্যটন ভবন (লেভেল-৬ ও ৭) প্লটঃ ই-৫/সি-১, পশ্চিম আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭। ফোন: (+৮৮০২) ৮১৪২৯৮৩ ফ্যাক্স: ৮১৪৩০৪৪, ই-মেইল: info@smef.gov.bd ওয়েব সাইট: www.smef.gov.bd